অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২০

কতিপয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু কতিপয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং পরিধি:- (১) এই আইন অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২০ নামে অবিহিত হইবে;

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) **"অত্যাবশ্যক পরিষেবা"** বলিতে-

(১) যেকোন প্রকার ডাক, ইন্টারনেট, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ পরিষেবাসহ এই সকল পরিষেবার সহিত সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ কাজের সহিত সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(৩) রেলওয়ে পরিষেবা অথবা স্থল, জল বা আকাশপথে যাত্রী বা পণ্য পরিবহন পরিষেবাসমূহ যেসকল বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রহিয়াছে;

(৪) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত পরিষেবাসমূহ, অথবা বিমান পরিচালনা, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ (২০১৭ সালের ৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের যেকোন পরিষেবা;

(৫) স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দরে পণ্য বোঝাই করা, খালাস করা (লোডিং-আনলোডিং), স্থানান্তারিত করা বা মজুদ করাসহ এই সকল বন্দরের বা বন্দর সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(৬) কাস্টম্সের মাধ্যমে কোন পণ্য বা যাত্রীর ছাড়পত্র প্রদান সম্পর্কিত, অথবা চোরাচালান প্রতিরোধ সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(৭) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোন পরিষেবা অথবা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(৮) প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পণ্য বা মালপত্র উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(৯) খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঞ্চয়, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিযুক্ত সরকারি মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(১০) সরকারি মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন বা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, অথবা হাসপাতাল বা ডিসপেনসারির সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(১১) ব্যাংকিং সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(১২) কয়লা, বিদ্যুৎ, স্টিল বা সার উৎপাদন, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা;

(১৩) কোন তেলক্ষেত্র বা শোধনাগার, অথবা পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাতীয় পদার্থ উৎপাদন, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা;

(১৪) টাকশাল বা নিরাপত্তামূলক মুদ্রণ কাজের সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা;

(১৫) প্রজাতন্ত্রের কাজের সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা যাহা পূর্বোক্ত কোন উপ-দফায় বর্ণিত হয়নি;

(১৬) কৃষি উৎপাদন কাজের জন্য অত্যাবশ্যক কোন সার বা পদার্থ উৎপাদন কাজের সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(১৭) যেসকল বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিয়াছে, এবং সরকারের বিবেচনা মোতাবেক যেসকল বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে জনউপযোগমূলক পরিষেবা, জননিরাপত্তা বা কোন দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, অথবা দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হইবে, সেসকল বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবাকে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(খ) **"চাকুরি"** বলিতে বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, বেতনসহ বা অবৈতনিক এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেকোন প্রকার চাকুরি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) **"বে-আইনি ধর্মঘট"** বলিতে এমন ধর্মঘট বুঝাইবে যা এই আইনের বিধান খেলাপ করিয়া ঘোষণা বা শুরু করা হয় বা অব্যাহত রাখা হয়:

(ঘ) **"বে-আইনি লক-আউট"** বলিতে এমন লক-আউট বুঝাইবে যা এই আইনের বিধান খেলাপ করিয়া ঘোষণা বা শুরু করা হয় বা অব্যাহত রাখা হয়;

(ঙ) **"বে-আইনি লে-অফ"** বলিতে এমন লে-অফ বুঝাইবে যা এই আইনের বিধান খেলাপ করিয়া ঘোষণা বা শুরু করা হয় বা অব্যাহত রাখা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (১৭) এর অধীন জারিকৃত প্রতিটি নোটিফিকেশন জারি করার পর সংসদ অধিবেশন চলমান থাকিলে অবিলম্বে সংসদে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকিলে পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই উপস্থাপন করিতে হইবে। জারিকৃত নোটিফিকেশনটি সংসদে উপস্থাপন করার দিন থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর, অথবা সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকার ক্ষেত্রে পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর, যাহা প্রযোজ্য হয়, তাহা কার্যকর থাকিবে না, যদি না ইতোমধ্যে গেজেট নোটিফিকেশনটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩। যেসকল চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য: (১) এই আইন সকল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন চাকুরি এবং এই আইনে সংজ্ঞায়িত অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সকল চাকুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং উপধারা (২) এর বিধানসাপেক্ষে সরকার যেসকল চাকুরি বা যেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য মর্মে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করিবে সেসকল চাকুরি বা সেসকল শ্রেণির চাকুরির জন্য এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোন চাকুরি বা কোন শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন ঘোষণা দেওয়া যাইবে না, যদি না সরকারের নিকট ইহা প্রতিয়মান হয় যে এইরূপ চাকুরি বা এইরূপ শ্রেণির চাকুরি নিম্নবর্ণিত যেকোন কারণে অত্যাবশ্যক;

(ক) প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা বা বাংলাদেশ বা ইহার কোন অংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; অথবা

(খ) দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক সরবরাহ বা পরিষেবার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ঘোষণা ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে যাহা সরকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অনধিক ০৬ (ছয়) মাস করিয়া পরবর্তীতে বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৪। কতিপয় চাকুরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করার আদেশ দানের ক্ষমতা: (১) যেকোন সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন চাকুরি, এবং ধারা ৩ এর অধীন ঘোষিত যেসকল চাকুরি বা যেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য সেসকল চাকুরি বা সেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে সরকার অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এইরূপ চাকুরিতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উক্ত আদেশে বর্ণিত এলাকা বা এলাকাসমূহ ত্যাগ করা হইতে বিরত রাখিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকার বা আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার বিবেচনামতে যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট সর্বাধিক পৌঁছায় সেই প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে।